দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 10 JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪ ...

পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব দূর করতে পারছে না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

রেজানুর রহমান ॥ সেই একই ধারা। পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্বের ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরিবর্তন হয়নি। তিন মাসের মধ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশের নিয়ম থাকলেও ৭/৮ মাস এমনকি এক বছরেও অধিকাংশ পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা যাচ্ছে না। এক শ্রেণীর পরীক্ষকের খামখেয়ালীপনাকে এজন্য আবারও দায়ী করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার মতেঃ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নম্বরপত্র না পাওয়ার কারণে পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্বের ঘটনা ঘটছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রী, অনার্স, (৭ম পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

পরীক্ষার ফল প্রকাশে

(৩য় পৃঃ পর)

মাষ্টার্সসহ বছরে বিভিন্ন পর্যায়ের ৫১টি পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে। এই সব পরীক্ষার খাতা দেখার দায়িত্ব পালন করে থাকেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব শিক্ষক না থাকায় পরীক্ষার খাতা দেখার দায়িত্ব দিতে হয় অন্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকার উপর। খাতা নেয়ার আগে অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চললেও, পরীক্ষার খাতা নেয়ার পর আর সক্রিয় থাকেন না। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স, মাষ্টার্স বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে অহেতুক বিলম্ব হচ্ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আবদুল হামিদ বলেছেন, আমরা একশ্রেণীর পরীক্ষকের কাছে জিম্মি হয়ে যাচ্ছি। খাতার নম্বরপত্র পাঠানোর নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার পরও একাধিকবার সংশ্লিষ্ট পরীক্ষকদের ঠিকানায় জরুরী চিঠি পাঠানো হয়েছে। লোক মারফৎ খবর দেয়া হয়েছে, এরপরও অনেকের সাড়া মেলেনি।

জানা গেল বিলম্বে খাতা জমা দেয়ার ক্ষেত্রে কঠিন কোন শাস্তির বিধান রাখা হয়নি। দেরীতে খাতা জমা দেয়ার অপরাধে পরীক্ষক হিসেবে পরবর্তীতে আর নিয়োগ না করার বিধান রয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাবে নম্বরপত্র প্রদানে একাধিকবার ব্যর্থতা অর্জনকারী শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যেই আবার পরীক্ষার খাতা বিতরণ করতে বিশ্ববিদ্যালয় বাধ্য হচ্ছে।

দেরীতে পরীক্ষার ফল প্রকাশের কারণে বিপাকে পড়েছেন ছাত্র-ছাত্রীরা। সিরাজগঞ্জ থেকে তানিয়া বন্যা নামে একজন মাষ্টার্স পরীক্ষার্থিনী ইত্তেফাকের ঠিকানায় চিঠি লিখে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি লিখেছেন, গত বছরের ডিসেম্বর মাসে আমার মাষ্টার্স (২০০০) পরীক্ষা শেষ হয়। অদ্যাবধি ফল প্রকাশ হয়নি। এদিকে ২০০১ সালের মাষ্টার্স পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে।

নিয়ম অনুযায়ী যারা আগের পরীক্ষায় ফেল করে তারা পরের পরীক্ষায় অংশ নেয়। কিন্তু অতি দ্রুত ২০০০ সালের পরীক্ষার ফল প্রকাশ না হলে অকৃতকার্যরা ২০০১ সালের পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না। এ জন্য দায়ী থাকবে কে?